তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট দীর্ঘায়িত হচ্ছে

৩৬৫ দিনে ৭৭ দিন ক্লাস হয়েছে

একরামুল হক বুলবুল, *চট্টগ্রাম*

বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বিগত সময় সরকারবিরোধী আন্দোলনের কারণে এ বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয়েছে মাত্র ৭৭ দিন। ফলে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি সেশনজটও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। বর্তমানে ছাত্রলীগের ডাকা লাগাতার অবরোধ কর্মসূচির কারণে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে ক্যাম্পাস। এই অচলাবস্থা কবে দূর হবে সেটা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

এদিকে আগামী ১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত টানা এক মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ফলে ডিসেম্বরেও আর কোনো ক্লাস হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার থেকে বন্ধের উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতসহ বিভিন্ন কারণে এবছর ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৮৮ দিনই ক্লাস হয়নি বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এবছর প্রথম ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় গত ১৬ জানুয়ারি থেকে। রোজা ও ঈদুল ফিতরের কারণে গত ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ ছিল। জানুয়ারি থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত ক্লাস হয়েছে ৭৪ দিন। অবশ্য গত ফেব্রুয়ারিতে পূজা ও শহীদ দিবস, মার্চে ঈদুল আজহা, বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতা দিবস, এপ্রিলে নববর্ষ, মহররম ও শেরেবাংলার জন্মবার্ষিকী, মে মাসে মে দিবস, মিলাদুন্নবী, বুদ্ধপূর্ণিমাসহ বিভিন্ন কারণে নির্ধারিত বন্ধের তালিকাও ছিল দীর্ঘ। আর এ সময়টা ছিল আওয়ামী লীগের শাসনামল।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

৭৭ দিন ক্লাস হয়েছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগ শাসনামলে ক্লাস মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে অনুষ্ঠিত হলেও চারদলীয় জোটের ডাকা ও আঞ্চলিক হরতালের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় অচল ছিল অন্তত ২৪ দিন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হস্তান্তর করে গত ১৫ জুলাই। কিন্তু ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত টানা এক মাস ছিল বর্ষাকালীন ছুটি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পরই ছাত্রশিবির শাহজালাল ও শাহ আমানত হলে তাদের বৈধ ছাত্র তুলে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আর ১ আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসসমূহ আবার শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ছাত্রলীগের দুগ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং শিবিরের অবরোধ কর্মসূচির কারণে মাত্র দুদিন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমি উপলক্ষে ১২ আগস্ট একদিন বন্ধ ছিল ক্যাম্পাস। পরদিন ১৩ আগস্ট ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরাও প্রশাসনের নির্দেশে হল ছেড়ে চলে যায়।

নির্বাচিত হয়ে চারদলীয় জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র একদিনের জন্য সচল ছিল ক্যাম্পাস। অর্থাৎ ৭ অক্টোবর হলসমূহ আবার খুলে দেওয়া হলেও কার্যত কোনো ক্লাস হয়নি। আর দুর্গা পূজা উপলক্ষে ২০ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়। পরদিন ২ নভেম্বর শুক্রবার ছিল। নতুন সরকারের আমলে নির্ধারিত ও অনির্ধারিত বন্ধের পর ৩ নভেম্বর শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মেতে ওঠে